কুষ্টিয়ার মিরপুরে ৩১ কোটি টাকার মাদক ধ্বংস

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর উদ্যোগে প্রায় ৩১ কোটি ৩৪ লাখ টাকার বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন সদরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব মাদক ধ্বংস করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদুল হাসান। তিনি বলেন, মাদকমুক্ত দেশ গঠনে বিজিবি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জিরো টলারেন্স নীতি মেনে প্রতিটি সদস্য সীমান্তে দিন-রাত মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি মাদক মোকাবিলায় সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন। এরপর প্রধান অতিথি মাদকদ্রব্য ধ্বংস কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১৪ কোটি ৮০ লাখ টাকারও বেশি মূল্যের চোরাচালান পণ্য জব্দ করা হয়। এর মধ্যে মালিকবিহীন অবস্থায় উদ্ধার হওয়া ৩১ কোটি ৩৪ লাখ ৯৭ হাজার ৯৯৫ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়েছে।

ধ্বংসকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে ২৬ কেজি হেরোইন, ৬ কেজি কোকেন, ৬৭ হাজার ৪৯৬ পিস ইয়াবা, ৭,৭৮৭ বোতল ফেনসিডিল, ৪,৪৩২ বোতল বিদেশি মদ, ৫৫০ কেজি গাঁজা এবং বিপুল পরিমাণ ভায়াগ্রা ও সিলডেনাফিল ট্যাবলেট। এছাড়াও ৩০ বোতল এলএসডি এবং ভারতীয় ইনজেকশন ও বিড়ি ধ্বংস করা হয়।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লে.

কর্নেল মো. রাশেদ কামাল রনি, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি জানিয়েছে, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাদকের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিতেই নিয়মিত বিরতিতে এ ধরনের ধ্বংস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুরে অস্ত্র ও মাদকসহ আটক-২, পলাতক-১

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগান পাড়ায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, ইয়াবা, গাঁজা ও বিদেশি মদসহ দুই যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। এ ঘটনায় আরও একজনকে পলাতক আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর পৌরসভার ফুলবাগান পাড়ায় পলাতক আসামি শুভর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেনঃ পৌর শহরের কলেজপাড়া এলাকার মাহাবুল ইসলামের ছেলে সাব্বির হোসেন (২৩) এবং ফুলবাগান পাড়ার মৃত বিপুল হোসেনের ছেলে সৈকত আলী (২৩)। এ ঘটনায় একই এলাকার শুভ (২৮) পলাতক রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় একটি সেমি-পাকা টিনশেড বাড়িতে থেকে ৩৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৪০ গ্রাম গাঁজা, একটি বিদেশি মদের বোতল এবং তিনটি কুড়াল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন, মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী। এ সময় তার সঙ্গে এসআই সঞ্জয় মন্ডল, এসআই কাজল রঞ্জন ঘোষ, এসআই আবু বক্কর সিদ্দিকসহ সঙ্গীয় ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ আরও জানায়, আটক সাব্বির হোসেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পূর্বের একটি মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি। একই মামলায় পলাতক আসামি শুভও অভিযুক্ত।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “এ ঘটনায় আটক ও পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক দুই আসামিকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার দায়ে দুইজনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার অভিযোগে মিন্টু মিয়া ও সুমন বিশ্বাস নামে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে ১২ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ গোলাম কবির এ রায় ঘোষণা করেন।

মামলার অপর আসামি লাল্টুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাকে বেকসুর খালাস দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত মিন্টু মিয়া গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা সেন্টারপাড়ার রুহুল মিয়ার ছেলে এবং সুমন বিশ্বাস একই উপজেলার হাড়াভাঙ্গা মোল্লাপাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে। খালাসপ্রাপ্ত লাল্টু সহড়াতলা গ্রামের কেরামত আলীর ছেলে। তবে সাজাপ্রাপ্ত মিন্টু ও সুমন বর্তমানে পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২০ সালের ১২ জানুয়ারি গাংনী থানার এসআই আব্দুল হকের নেতৃত্বে পুলিশ বালিয়াঘাট গ্রামে ইঞ্জিনচালিত একটি ট্রলিকে চ্যালেঞ্জ করে। এ সময় ট্রলিতে থাকা তিনজন পালানোর

চেষ্টা করলে পুলিশ মিন্টু ও সুমনকে আটক করে। পরে ট্রলির নিচ থেকে ৪২৬ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮-এর ৩৬(১)(গ)/৩৮/৪১ ধারায় তিনজনকে আসামি করে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয় (মামলা নং-৮, জি আর কেস নং-৮/২০২০, এস সি নং-২২৭/২০২১)। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে এবং মামলায় মোট ৮ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত মিন্টু মিয়া ও সুমন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ দণ্ডাদেশ প্রদান করেন।
মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম এবং আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, অ্যাডভোকেট মীর আলমগীর ইকবাল ও অ্যাডভোকেট এস. এম. আমানুল্লাহ আল আমান মামলা পরিচালনা করেন।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে মাদকসহ গ্রেফতার-২

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ২০ পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার ২। গত বুধবার রাত ১০ টার সময় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই(নিঃ) মোঃ আলমগীর কবীর ও সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ তদন্ত কেন্দ্র এলাকায় বিশেষ অভিযানে আলমডাঙ্গা থানাধীন বেলগাছি গ্রামের কাশিপুর কেদারনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর মাঠের বট গাছের নিচে হতে আনিসুল রহমানের ছেলে মোঃ মনিরুল ইসলাম
(৩৫) ও মোশারিফ আলির ছেলে মোঃ সুজন(৩০) গ্রেফতার করা হয়। তাদের হেফাজত হতে সর্বমোট ২০পিচ মাদকদ্রব্য টাপেন্টাডল ট্যাবলেট, মাদক বিক্রয়ের নগদ সর্বমোট ৯৩০ টাকা, মাদক বিক্রয় কাজে ব্যবহৃত ০১টি কালো রংয়ের স্যামফনি বাটন ফোন উদ্ধার করা হয় ।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩২, তাং- ২৫/০৩/২০২৬ খ্রিঃ ধারা- ২০১৮ সালের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ১২১ বোতল মাদকদ্রব্যসহ গ্রেফতার-১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য ১০৯ বোতল উইনসেরেক্স ও ৩ বোতল ব্ল্যাক হান্ট উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, পলাতক রয়েছেন আরও দুইজন।

পুলিশ জানায়, বুধবার বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে জীবননগর থানাধীন মানিকপুর মসজিদপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় ডিবি পুলিশ। অভিযানে এসআই মো. আশরাফুল ইসলাম, এসআই সৌমিত্র সাহা ও এএসআই রমেন কুমার সরকার সঙ্গীয় ফোর্সসহ শওকত হোসেন (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন। তিনি মানিকপুর মসজিদপাড়া এলাকার মৃত মোলাম মালিতার ছেলে।

গ্রেফতারের পর তার হেফাজত থেকে ৩ বোতল ব্ল্যাক হান্ট ও ৯ বোতল উইনসেরেক্স উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, সহযোগী নজরুল ইসলাম নজুর কাছে আরও মাদক মজুদ রয়েছে। এর ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে নজুর বাড়িতে অভিযান চালানো হলে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে নজু ও তার চাচাতো ভাই রাজা পালিয়ে যায়। পরে তাদের ঘরের শয়নকক্ষ থেকে আরও ১০০ বোতল উইনসেরেক্স উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকের মধ্যে ব্ল্যাক হান্টের মূল্য প্রায় ৬ হাজার টাকা এবং উইনসেরেক্সের মূল্য প্রায় ২ লাখ ৭২ হাজার ৫০০ টাকা। সব মিলিয়ে জব্দকৃত মাদকের আনুমানিক মূল্য দাঁড়ায় ২ লাখ ৭৮ হাজার ৫০০ টাকা।

পুলিশ আরও জানায়, গ্রেফতারকৃত ও পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুরে ঘাস কাটার মেশিনের নিচ থেকে ১৭ বোতল কোডিন সিরাপ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ঘাস কাটার মেশিনের নিচে তৈরি করা গোপন চেম্বার থেকে ১৭ বোতল কোডিন ফসফেটযুক্ত সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথের নেতৃত্বে সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা এলাকার পুরাতন জামে মসজিদপাড়ায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে মো. ফয়জুদ্দিন (৫৫) নামক এক ব্যক্তির বসতবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ঘাস-বিটালি কাটার মেশিনের নিচে বিশেষভাবে তৈরি করা গোপন চেম্বার থেকে ১৭ বোতল ‘এসকাফ’ নামের কোডিন ফসফেটযুক্ত সিরাপ উদ্ধার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ফয়জুদ্দিন ও তার স্ত্রী মুশিয়া দীর্ঘদিন ধরে কোডিন ফসফেটযুক্ত ফেনসিডিল ও ফেনসিডিলজাতীয় মাদকদ্রব্যের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এমন তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযান চালিয়ে এসব সিরাপ উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের সময় অভিযুক্ত ফয়জুদ্দিন ও তার স্ত্রী মুশিয়াকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার সঙ্গে জড়িত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শীতর বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানার বিভিন্ন এলাকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন রুয়াকুলি গ্রামের বদরগঞ্জ মাঠে মো. লোকমানের কাঁঠাল বাগানের সামনে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের ওপর সমবেত হয়ে ডাকাতি প্রস্তুতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত মামলার দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আসাননগর গ্রামের আকমল হোসেনের ছেলে মো. খোরশেদ (৩০) এবং আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৬)।

বুধবার (১১ মার্চ) ভোর ৪টার দিকে আলমডাঙ্গা থানাধীন সাদাব্রীজ মোড় এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ ২৮/০৮/২০২৫ খ্রি., ধারা ৩৯৯/৪০২ পেনাল কোডে তাদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর সীমান্তে ভারতীয় শাড়ি ও মদকসহ চোরাকারবারি আটক

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার নাজীরাকোনা সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভারতীয় শাড়ি ও মদসহ এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর নাজীরাকোনা বিওপি’র টহল কমান্ডার জেসিও নায়েবে

সুবেদার খসরুল আলমের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় সীমান্ত মেইন পিলার ১০৯/৯ আরবি থেকে আনুমানিক ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাগার বিলের মাঠ এলাকা থেকে ১৫ পিস ভারতীয় তানা-বানা শাড়ি এবং ৪ পিস “ম্যাজিক মোমেন্ট” নামের ভারতীয় মদসহ মুজিবনগর উপজেলার নাজীরাকোনা গ্রামের আলিমুদ্দিনের ছেলে শফিকুল ইসলাম (২০) কে আটক করা হয়।

পরে আটক আসামি ও জব্দকৃত মালামাল মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, রবিবার বিজিবি মালামালসহ এক চোরাকারবারিকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করেছে।

জব্দকৃত মালামালের মধ্যে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ১৫টি ভারতীয় তানা-বানা শাড়ি এবং ৬ হাজার টাকা মূল্যের ৪ পিস ভারতীয় মদ রয়েছে।

আসামি ও জব্দকৃত মালামালের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দামুড়হুদায় ২০ পিস ইয়াবাসহ চার মাদকসেবী গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে চারজন মাদকসেবীকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ২০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

গতকাল বুধবার বেলা ১২টার দিকে দামুড়হুদা সদরের দশমীপাড়ায় মৃত আবুল কালামের ছেলে জহুরুল ইসলামের বাড়ির একটি কক্ষ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন দামুড়হুদা দশমীপাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে জাকির হোসেন (৩৫), ফিরোজ আলীর ছেলে আব্বাস আলী (৪২), মৃত আবুল কালামের ছেলে জহুরুল ইসলাম (৪০) এবং শফিউল কবীর ইউসুফের ছেলে রাসেল রানা (৩৫)।

অভিযান শেষে গ্রেপ্তারকৃতদের থানায় নিয়ে এসে তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, মাদক সেবনরত অবস্থায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। মাদকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং এলাকায় মাদক নির্মূলে থানা পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, “মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং আজ আসামিদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।”

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ (বিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নি.) মোঃ হাবিবুর রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

গত রবিবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের মোঃ রবিউল ইসলামের বসতবাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে রিয়াজ মালিথার ছেলে মোঃ রাজিব মালিথাকে (২৭) ২০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি রাজিবের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।